মানহাজ (আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ)

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নিত্য নতুন মানহাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উপকারী জবাব

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ ড. ছলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

প্রশ্ন-৯৭ : কাফিরদের দ্বারা মুসলিম উম্মাহর যে ক্ষতি সাধিত হচ্ছে তার প্রতিশোধ গ্রহণ ও তাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আছ ছ'ব ইবনে জুছামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাদীছকে নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং স্থাপনাদিতে বিস্ফোরণের পক্ষের দলীল হিসাবে পেশ করা যাবে কি?

উত্তর : পর্যায়ক্রমে কাফিরদের মালিকানাধীন ধন-সম্পদ বিনষ্ট করা, তাদের দূর্গসমূহ ধ্বংস করা, সন্তানাদিকে হত্যা করা ইত্যাদি জিহাদের ক্ষেত্রে (জায়েয)।[1]জিহাদ এবং শাসকের অনুমতি ব্যতিরেকে কারো জন্য অমুসলিমদের ক্ষতি করা জায়েয নয়। এমনটি করলে মুসলিমদের কোন লাভ /উপকার হয় না। বরং পরিণামে মুসলিমদের ক্ষতিই বেশি হয়ে থাকে। বিশৃঙখলাকারী, চরমপন্থী দল এবং আল্লাহর পথের জিহাদের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। জিহাদ মূলতঃ ইসলামী নেতৃত্ব ও ইসলামী ঝান্ডা তলে সমবেত সৈন্যদের দ্বারা সংঘটিত হয়। সুতরাং এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট। আমরা যেন দু'টিকে গুলিয়ে না ফেলি।

---

[1]. আছছ'ব ইবনে জুছামাহ (রা.) বলেন, আমি বললাম ইয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরা সকাল বেলার আক্রমণের ক্ষেত্রে মুশরিকদের সন্তান-সন্ততিদের উপর আক্রমণ করে থাকি (এর বিধান কী?) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অপর বর্ণনায় তাকে বলা হলো যদি রাতের বেলা কোন ঘোড়া মুশরিকদের সন্তানাদির উপর আক্রমণ করে বসে তাহলে এর হুকুম কি হবে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তারা তাদের পিতা-মাতার হুকুমের অনুগামী হবে। সহীহ মুসলিম হা/১৭৪৫, সুনান ইবনু মাযাহ হা/২৮৪০

শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ সময়ে আক্রমণ করার দলীল কোথায়? আমাদের শায়খ হাফিযাহুল্লাহ যেমনটি বর্ণনা করেছেন। তবে বিকৃত ফিকহ অথবা জাহালাত বা মূর্খতা দ্বারা জায়েয হতে পারে।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13171

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন